গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ এবং জাদুঘর পরিদর্শনে নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগ এর শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা

নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি এর আইন বিভাগ এর শিক্ষার্থীরা পরিদর্শন করে এলো 'গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ এবং জাদুঘর'। শনিবার (১১ নভেম্বর) খুলনার সোনাডাঙা অবস্থিত এ জাদুঘরে বই,ফটোগ্রাফি, পেইন্টিং, দলিল, ২৫ শে মার্চের ধ্বংসযজ্ঞ , পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীদের ব্যবহৃত মোটরসাইকেল,অসুস্থ শরণার্থীদের কিছু ছবি, রক্তমাখা বস্ত্র, শহীদ বুদ্ধিজীবিদের স্যুট, কোট, টাই, বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য, চিঠি, মানুষের কঙ্কাল এর সমৃদ্ধ সংগ্রহ, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনীর দ্বারা নিরস্ত্র বাংলাদেশীদের গণহত্যার প্রমাণসহ অন্যান্য নিদর্শন শিক্ষক শিক্ষার্থীরা পর্যবেক্ষণ করেন। উক্ত পরিদর্শন এর আয়োজক ব্যাচ ছিল আইন বিভাগের স্প্রিং-২৩ ব্যাচ। স্প্রিং-২৩ ব্যাচের সাথে ছিল ফল-২২ ব্যাচ।

আইন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হাসিবুল হোসাইন সুমন বলেন, “সাত বছরেরও বেশি সময় আগে যাত্রা শুরু করা গনহত্যা জাদুঘরটি বাঙালিদের স্বাধীনতা অদম্য আকাঙ্খাকে তুলে ধরে।” যুদ্ধের অজস্র অবশিষ্টাংশ নিয়ে তিনি গর্ব করেন। তিনি আরও বলেন, “জাদুঘর পরিদর্শন নিশ্চিতভাবে নতুন প্রজন্মকে আন্দোলিত করবে এবং তাদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বাঙালি সংস্কৃতি জাগিয়ে তুলবে।”

আইন বিভাগের প্রভাষক শেখ সোহাগ হোসেন বলেন, “এটি শুধুমাত্র বাংলাদেশ নয়, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একমাত্র গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ এবং জাদুঘর। বাংলাদেশের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যার অনেক নিদর্শন রয়েছে এখানে। এই নিদর্শন গুলোর সামনে দাঁড়ালে আমাদের চোখে ভেসে ওঠে বাংলাদেশের জন্ম মুহূর্তের যন্ত্রণার দিনগুলো।” এসময় আরোও উপস্থিত ছিলেন আইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আরজ আলী ও প্রভাষক মো: তারিকুল ইসলাম।

গনহত্যা জাদুঘরের উদ্ধতর্ন কর্মকর্তা রিফাত ফারজানা তিশার সাথে শিক্ষার্থীরা কথা বলে জানতে পারেন যে, বিশ শতকে পৃথিবীতে এত কম সময়ে বেশি মানুষ হত্যা করা হয়নি কোথাও। খুলনার চুকনগরে ২০ মে ১৯৭১ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীরা ১০ হাজার মানুষকে হত্যা করে। এটি পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম গনহত্যা। পরিশেষে শিক্ষকবৃন্দদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে পরিদর্শন এর সমাপ্তি ঘটে।